Model Activity Task 2021 October

Model Activity Task Part –7| Class- 9| History

মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ২০২১ | অক্টোবর

নবম শ্রেণী| ভৌত বিজ্ঞান | পার্ট -৭

১. সঠিক তথ্য দিয়ে নীচের ছকটি পূরণ করো :-

সন্ধি/চুক্তি	সময়কাল	স্বাক্ষরকারী
ব্রেস্ট-লিটোভস্কের সন্ধি	১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে	জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া
ভার্সাই সন্ধি	১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে	জার্মানি ও ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-রাশিয়া মিলিত মিত্রশক্তি জোট

২. সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো :

২.১ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামার ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়।

উ:- মিথ্যা

২.২ বেনিটো মুসোলিনি অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে ক্ষমতা লাভ করেন।

উ:- সত্য

২.৩ 'নতুন অর্থনৈতিক নীতি' (NEP) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্কস প্রবর্তন করেন।

উ:- মিথ্যা

২.৪ হিটলারের উত্থানের পশ্চাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উ:- সত্য

৩. সাত আটটি বাক্যে উত্তর দাও :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে কেমন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল ?

উ:- দীর্ঘ চার বছর ধরে বীভৎস ধ্বংসলীলা চলার পর ১৯১৮ সালে অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধ ইউরোপ তথা বিশ্বের মানচিত্রে তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদুরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এই পরিবর্তন গুলি হলো –

i. চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রোমান সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ১৯১৮ সালে এবং অটোমান সাম্রাজ্য ১৯২২ সালে ধ্বংস হয়।

ii. ভবিষ্যতে সরকার ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য গড়ে তোলা হয় 'লীগ অব নেশন'। যা পরে আবার ব্যর্থ হয়।

iii. অস্ট্রিয়া, চেক স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া এবং তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

iv. ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে পরাজিত জার্মানিকে ২৬৯ বিলিয়ন 'গোল্ড মার্ক' জরিমানা করা হয় এবং জার্মানিকে অস্ত্রহীন করে ফেলা হয়।অর্থাৎ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে কোনঠাসা করে ফেলা হয়, যা হিটলারের মাধ্যমে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় জার্মান জাতিকে।

৪. ১৫- ১৬ টি বাক্যে উত্তর দাও :

ইতালিতে কীভাবে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছিল আলোচনা কর।

উ:- ইটালির সমগ্র জাতি যখন নৈরাজ্যে নিমজ্জিত, মুসোলিনি সেই সংকটময় মুহূর্তে ইটালির রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে ইটালিবাসীর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ফ্যাসিস্ট দল গঠন ও প্রসার : ২৩ মার্চ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মিলান শহরে ১১৮ জন কর্মচ্যুত সৈনিক ও দেশপ্রেমিককে নিয়ে মুসোলিনি ফ্যাসি-ডি কম্বাটি মেন্টো নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এই দলের সদস্যরা 'ফ্যাসিস্ট' নামে পরিচিত হয়। ফ্যাসিস্ট শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'ফ্যাসেস' থেকে—যার অর্থ শক্তি। এইদলের প্রতীক ছিল দড়ি বাঁধা কাষ্ঠ দণ্ড বাআঁটি। ফ্যাসিস্ট দল প্রতিষ্ঠার দু-বছরের মধ্যেই এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ।

নির্বাচনে সাফল্য : ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে এই দল ৩৫ টি আসন পাওয়ার ফলে ফ্যাসিস্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

অরাজকতার বিনাশক : সমাজতন্ত্রীদের অরাজকতা ও নেতিবাচক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মুসোলিনি দেশের রক্ষক ও অরাজকতার বিনাশক হিসেবে নিজেকে ইতালিবাসীর কাছে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন।

রোম অভিযান : ২৮ অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট বাহিনী নিয়ে রোম অভিযান করেন। দুর্বল উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী লুইজি ফ্যাক্টর পদত্যাগ করলে রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্য কোনো বাধা না দিয়ে মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীরূপে মুসোলিনি : ভিক্টর ইমান্যুয়েলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৩০ অক্টোবর মুসোলিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী